যীশু খ্রিষ্টের প্রকাশ - দ্বাদশ সংখ্যা

দুটি পরীক্ষা

Jeff Pippenger
2023-11-07

আমরা বর্তমানে প্রকাশিত বাক্যের এগারো থেকে তেরো অধ্যায় বিবেচনা করছি, যেখানে আমরা প্রথম স্বর্গের যুদ্ধক্ষেত্রের সংঘটিত মহাসংঘর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষাকালীন যুদ্ধে জড়িত সব প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিসমূহকে দেখতে পাই। এই প্রতিদ্বন্দ্বীরা হল এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এবং বাবিল থেকে বেরিয়ে আসা এক বিশাল জনসমষ্টি, যারা গৌণ শক্তি হিসেবে জাতিসংঘ, ক্যাথলিক চার্চ, যুক্তরাষ্ট্র এবং স্বয়ং শয়তানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার এবং সেই বিশাল জনসমষ্টি ঈশ্বরের সেনাবাহিনী, যারা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তার প্রতিনিধিত্ব করে; এবং এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই আরও ঈশ্বরের বিচারের সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়, যা তৃতীয় স্বর্গদূত দ্বারা নয়, বরং তৃতীয় হায় দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে।

২০২০ সালে প্রজাতন্ত্রী ও প্রোটেস্ট্যান্ট শিংগুলোর হত্যায় অবদান রেখেছিল এমন কিছু বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করার জন্য, আমরা এমন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য খুঁজছি যা প্রথম স্বর্গে মানবজাতির যুদ্ধের মধ্যে, রবিবারের আইন থেকে শুরু করে মাইকেল উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত, ঘটে। সেই ইতিহাসে সমগ্র বিশ্বকে পশুর মূর্তি স্থাপন করতে বাধ্য করা হয়। সেই ইতিহাসটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ থেকে শীঘ্রই আসন্ন রবিবারের আইন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের এক পুনরাবৃত্তি, যা ঐ দুই সমান্তরাল ইতিহাসকে বিভাজিত করে। সমান্তরাল ইতিহাস হিসেবে তারা প্রত্যেকেই অপর ইতিহাসের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপে দাঁড়ায়। ঐ ইতিহাসগুলোর একটিতে যা ঘটে, অন্য ইতিহাসেও তা ঘটবে। প্রকাশিত বাক্যের বারো ও তেরো অধ্যায়ের কেন্দ্রে রয়েছে দ্বিতীয় ইতিহাসটি, এবং আমরা দ্বিতীয় সাক্ষীকে বোঝার ইচ্ছা করি, যাতে প্রথম ইতিহাসের উপর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আলো ফেলা যায়, যা এখন প্রায় সমাপ্তির পথে।

যে তিনটি শক্তি বিশ্বকে আর্মাগেডনের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো বারো ও তেরো অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথমে ড্রাগনের শক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

> আর স্বর্গে আরেকটি আশ্চর্য দেখা গেল; দেখো, সাতটি মাথা ও দশটি শিংযুক্ত এক মহা লাল ড্রাগন, আর তার মাথাগুলোর ওপর সাতটি মুকুট ছিল। আর তার লেজ স্বর্গের তারাদের তৃতীয়াংশ টেনে এনে তাদের পৃথিবীতে নিক্ষেপ করল; আর প্রসবের জন্য প্রস্তুত সেই নারীর সামনে ড্রাগনটি দাঁড়িয়ে রইল, যাতে শিশু জন্মামাত্র সে তাকে গ্রাস করতে পারে। প্রকাশিত বাক্য ১২:৩, ৪।

সিস্টার হোয়াইট আমাদের জানান যে এই অধ্যায়ের ড্রাগনটি হলো শয়তান, কিন্তু গৌণ অর্থে তা হলো পৌত্তলিক রোম। শয়তান ও পৌত্তলিক রোম উভয়েই জাতিসংঘকে প্রতীকায়িত করে। পশুটির দশটি শিং প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ে বর্ণিত দশ রাজার দুষ্ট জোটকে নির্দেশ করে। ওই দশ রাজা প্রকাশিত বাক্যের সতেরো অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, এবং সেখানে তাদের বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সপ্তম রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পশুটি সাতটি মস্তক ও সাতটি মুকুটযুক্ত হিসেবে বর্ণিত, যা তাকে বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর সপ্তম রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। দানিয়েলের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তারা

আধ্যাত্মিক গ্রীস হিসেবে উপস্থাপিত, এবং কার্মেল পর্বতের সাক্ষ্যে তারা আহাবও; আর তারা গীতসংহিতা তিরাশির দশ শত্রু।

প্রকাশিত বাক্যের বারো ও তেরো অধ্যায়ে উল্লিখিত শত্রুর দ্বিতীয় পার্থিব শক্তিটি হলো সমুদ্র থেকে উঠে আসা পশু, যাকে সিস্টার হোয়াইট সরাসরি ক্যাথলিক ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

> আমি সমুদ্রের বালুর ওপর দাঁড়ালাম, এবং দেখলাম সমুদ্র থেকে একটি জন্তু উঠে আসছে, যার সাতটি মাথা এবং দশটি শিং; তার শিংগুলোর ওপর দশটি মুকুট, এবং তার মাথাগুলোর ওপর ধর্মনিন্দার নাম। আমি যে জন্তুটি দেখলাম, তা ছিল চিতাবাঘের মতো; তার পা ছিল ভল্লুকের পায়ের মতো, এবং তার মুখ ছিল সিংহের মুখের মতো; এবং ড্রাগন তাকে তার শক্তি, তার সিংহাসন, ও মহান কর্তৃত্ব দিল। তারপর আমি দেখলাম, তার মাথাগুলোর একটিকে যেন মৃত্যুঘাতী আঘাতে আহত; এবং তার সেই মরণঘাতী ক্ষত সুস্থ হয়ে গেল; আর সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ে জন্তুর অনুসরণ করল। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১-৩।

প্রথম পদে যোহন সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবং তিনি দেখেন সমুদ্র থেকে একটি পশু উঠে আসছে; পরবর্তীতে তিনি দেখেন ভূমি থেকে একটি পশু উঠে আসছে। সিস্টার হোয়াইট চিহ্নিত করেছেন যে যোহন যখন এই দুই পশুকে দেখেছিলেন, সেই সময়টি ছিল ১৭৯৮ সাল, কারণ সেই বছরই পোপতন্ত্রের ‘শক্তি কেড়ে নেওয়া’ হয়েছিল, ফলে তা একটি মরণঘাতী ক্ষত পেয়েছিল যা শেষপর্যন্ত আরোগ্য লাভ করবে।

> যে সময়ে পোপতন্ত্র, যার শক্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, নির্যাতন থেকে বিরত হতে বাধ্য হয়েছিল, সেই সময়ে যোহন দেখলেন একটি নতুন শক্তি উঠছে, যা অজগরের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত করবে এবং একই নিষ্ঠুর ও ধর্মনিন্দামূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই শক্তি, গির্জা ও ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এমন শেষ শক্তি, মেষশাবকের মতো শিংযুক্ত এক পশুর দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে। এর আগে যেসব পশু ছিল, তারা সমুদ্র থেকে উঠেছিল; কিন্তু এটি পৃথিবী থেকে উঠেছিল, যে জাতিকে এটি প্রতীকায়িত করে—যুক্তরাষ্ট্র—তার শান্তিপূর্ণ উত্থানকে নির্দেশ করে। সাইনস অব দ্য টাইমস, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০।

যোহন যখন সমুদ্রের পশুটিকে দেখেন, তখন তিনি ইতিহাসের দিকে পিছনে তাকাচ্ছেন; সমুদ্রের সেই পশুটি হলো পোপতন্ত্র। ইতিহাসে সামনের দিকে তাকালে তিনি ভূমির পশুটিকে দেখেন, যা হলো যুক্তরাষ্ট্র। এই কারণেই সমুদ্র থেকে ওঠা পশুটিকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বর্ণনায় এভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। ১৭৯৮ সাল থেকে পেছনে তাকিয়ে যোহন প্রথমে "সাতটি মাথা ও দশটি শিং" দেখতে পান; এটি ইতিহাসের সেই সময়টিকে চিহ্নিত করে, যখন ওই শিংগুলোর মধ্যে তিনটি উপড়ে ফেলা হয়েছিল পোপতন্ত্রের বলিষ্ঠ শিংটির জন্য জায়গা করে দিতে, যা বড় বড় কথা বলত।

> তখন আমি চতুর্থ পশুর বিষয়ে সত্য জানতে চাইলাম, যে অন্য সবগুলোর থেকে ভিন্ন ছিল, অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, যার দাঁত ছিল লোহার এবং যার নখর ছিল পিতলের; যে ভক্ষণ করত, টুকরো টুকরো করে ভাঙত, এবং অবশিষ্টকে তার পায়ে মাড়িয়ে দিত; আর তার মাথায় যে দশটি শিং ছিল, এবং যে আরেকটি উঠে এসেছিল, যার সামনে তিনটি পড়ে গিয়েছিল; সেই শিংটিরও, যার চোখ ছিল, এবং একটি মুখ, যা অত্যন্ত বড় বড় কথা বলত, যার চেহারা তার সঙ্গীদের তুলনায় আরও বলিষ্ঠ ছিল। দানিয়েল ৭:১৯, ২০।

হেরুলি, অস্ট্রোগথ এবং ভ্যান্ডালদের সেই তিনটি শিং অপসারিত হওয়ার আগে, পৌত্তলিক রোমকে "দশটি মুকুট" দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হতো। ঐ দশটি মুকুট পৌত্তলিক রোমকে প্রতিনিধিত্ব করে। তারপর যোহন গ্রীসের চিতাবাঘকে, তারপর মিদীয়-ফারসের ভালুককে এবং তারপর ব্যাবিলনের সিংহকে চিহ্নিত করেন।

> প্রথমটি ছিল সিংহের মতো, এবং তার ঈগলের ডানা ছিল। আমি দেখলাম, যতক্ষণ না তার ডানাগুলো ছিঁড়ে নেওয়া হল; এবং তাকে পৃথিবী থেকে উত্তোলিত করা হল, এবং মানুষ যেমন পায়ে দাঁড়ায় তেমন করে দাঁড় করানো হল; এবং তাকে মানুষের হৃদয় দেওয়া হল। আর দেখ, আরেকটি জন্তু, দ্বিতীয়টি, ভালুকের মতো; এটি এক পাশে উঠে দাঁড়াল; এবং তার মুখে, দাঁতের ফাঁকে, তিনটি পাঁজর ছিল; এবং তাকে এভাবে বলা হল, উঠে দাঁড়াও, অনেক মাংস ভক্ষণ কর। এর পর আমি দেখলাম, আরেকটি, চিতাবাঘের মতো; তার পিঠে পাখির চারটি ডানা ছিল; সেই জন্তুর চারটি মাথাও ছিল; এবং তাকে কর্তৃত্ব দেওয়া হল। দানিয়েল ৭:৪-৬

ক্যাথলিক ধর্মে একটিও উপাদান নেই যা খ্রিস্টীয়; আর 'সমুদ্রের পশু' বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত পূর্ববর্তী সব পৌত্তলিক রাজ্যের সমন্বয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। সমুদ্রের পশুটি ইতিহাসের উল্টো ক্রমে দেখানো হয়েছে, কারণ যোহন ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাচ্ছেন। তিনি প্রথমে সেই শক্তিটিকেই দেখলেন, যা তিনটি শিং অপসারিত হলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—পোপতন্ত্র। তারপর তিনি দশটি মুকুটসহ দশ শিং দেখলেন—পৌত্তলিক রোম। তারপর তিনি চিতাবাঘ দেখলেন—গ্রীস। তারপর তিনি ভাল্লুক দেখলেন—মীদ-পারস্য। তারপর তিনি সিংহ দেখলেন—বাবিল। সমুদ্রের পশুর বর্ণনায় পূর্ববর্তী প্রতিটি পৌত্তলিক রাজ্যের উপাদান রয়েছে, এবং এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে পোপতন্ত্র বাইবেলীয় ইতিহাসে বিদ্যমান প্রতিটি ধরনের পৌত্তলিকতার এক সংমিশ্রণ। ক্যাথলিক ধর্মে একটিও উপাদান নেই যা খ্রিস্টীয়। ক্যাথলিক ধর্মে যা কিছু খ্রিস্টীয় বলে প্রতীয়মান, তা নকল মাত্র।

কার্মেল পর্বতে, যখন এলিয়াহ ইজেবেলের ভাববাদীদের এবং তার ধর্মত্যাগী স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন, তখন ইজেবেল সামারিয়ায় নিজের ঘরেই ছিল। দুই শিংওয়ালা পৃথিবীর জন্তুর ইতিহাসে টাইরের সেই বেশ্যাকে ভুলে রাখা হয়। ইজেবেল সবসময় আড়ালে থাকে, এবং প্রকাশিত বাক্যের বারো ও তেরো অধ্যায়ে সারা পৃথিবী তাকে দেখে বিস্মিত হয়ে তার পিছনে যায়; কিন্তু আকাশে বিস্ময়ে দর্শনীয় এক আশ্চর্য হিসেবে তাকে দেখানো হয় না—যেমন জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র ও শয়তানকে দেখানো হয়েছে। সে সামারিয়া—অর্থাৎ রোম নগরীর—নিজের কমান্ড কেন্দ্রে ফিরে রয়েছে।

পৃথিবীর পশুর ইতিহাসেই সারা বিশ্বের জন্য পশুর মূর্তির পরীক্ষাটি চিহ্নিত করা হয়। ওই পরীক্ষা প্রথম স্বর্গের যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়। এই বিষয়টিই আমরা এখন বিবেচনা করতে চাই। আমরা এখন যে পদগুলি বিবেচনা করতে যাচ্ছি, সেখানে "সে" শব্দটির স্থলে আমি "যুক্তরাষ্ট্র" প্রতিস্থাপন করব।

> আমি দেখলাম, আরেকটি জন্তু পৃথিবী থেকে উঠে আসছে; এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি শিং ছিল মেষশাবকের মতো, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ড্রাগনের মতো কথা বলে। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সামনে প্রথম জন্তুর সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং পৃথিবীকে ও তাতে বসবাসকারীদের সেই প্রথম জন্তুকে উপাসনা করতে বাধ্য করে, যার মরণঘাতী ক্ষত আরোগ্য হয়েছিল। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহা আশ্চর্য কাজ করে, এমনকি মানুষের চোখের সামনে আকাশ থেকে আগুন পৃথিবীতে নামায়; এবং জন্তুর সামনে

> যা যা আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেয়েছিল, সেই আশ্চর্যগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীতে বসবাসকারীদেরে প্রতারণা করে; পৃথিবীতে বসবাসকারীদেরে বলে যে, তারা যেন সেই জন্তুর একটি মূর্তি তৈরি করে—যে তরবারির আঘাতে আহত হয়েও বেঁচে উঠেছিল। এবং [মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র]-এর ক্ষমতা ছিল জন্তুর মূর্তিতে প্রাণ দেওয়ার, যাতে জন্তুর মূর্তি কথা বলতে পারে এবং যারা জন্তুর মূর্তিকে উপাসনা করতে চায় না, তাদেরে যেন হত্যা করানো হয়। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছোট ও বড়, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও দাস—সকলকে তাদেরে ডান হাতে বা তাদেরে কপালে একটি চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করে; এবং যেন কেউ ক্রয় বা বিক্রয় করতে না পারে—শুধু তাদেরে ছাড়া, যাদেরে কাছে সেই চিহ্ন আছে, অথবা জন্তুর নাম, অথবা তার নামেরে সংখ্যা। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১১-১৭।

প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, পৌত্তলিক রোমেরে ড্রাগন যখন পোপতন্ত্রকে পৃথিবীর সিংহাসনে বসিয়েছিল, তখন তাকে তিনটি বিষয় দিয়েছিল।

> আমি যে জন্তুটি দেখেছিলাম, সেটি চিতাবাঘেরে মতো ছিল, আর তার পা ছিল ভালুকেরে পায়েরে মতো, আর তার মুখ ছিল সিংহেরে মুখেরে মতো; আর অজগর তাকে তার শক্তি, তার সিংহাসন এবং মহা কর্তৃত্ব দিল। প্রকাশিত বাক্য ১৩:২।

পৌত্তলিক রোমকে প্রতিনিধিত্বকারী দশ রাজা (আহাব দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত দশজনেরে মধ্যে প্রধান রাজা ছিল ফ্রান্স) পোপতন্ত্রকে তিনটি বিষয় প্রদান করেছিল: শক্তি, আসন ও কর্তৃত্ব। সম্রাট কনস্টান্টাইন যখন পশ্চিমেরে রোম নগরী থেকে রাজধানীকে পূর্বে সরিয়ে নিয়ে ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলকে রোমান সাম্রাজ্যেরে নতুন রাজধানী করেন, তখন পৌত্তলিক রোম রোমেরে গির্জাকে তার 'আসন' প্রদান করল।

যখন ফ্রাঙ্কদেরে (ফ্রান্স) রাজা ক্লোভিস ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন এবং পৃথিবীর সিংহাসনে পোপতন্ত্রেরে আরোহনেরে বিরোধিতা করে আসা শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তখন পৌত্তলিক রোম পোপতন্ত্রকে তার "ক্ষমতা" প্রদান করল।

৫৩৩ সালে, জাস্টিনিয়ান একটি ফিরমান জারি করেন যাতে রোমান চার্চকে একই সঙ্গে সমস্ত চার্চেরে প্রধান এবং বিধর্মীদেরে সংশোধক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। সেই সময়ে, পৌত্তলিক রোমেরে কর্তৃত্ব পোপতন্ত্রকে প্রদান করা হয়েছিল।

দ্বাদশ পদে, "[যুক্তরাষ্ট্র] তার সামনে প্রথম পশুর সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।" পোপতন্ত্র যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল, তার প্রতিনিধিত্ব করে ক্লোভিস; তিনি তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি পোপতন্ত্রেরে উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। এই কারণেই ক্যাথলিক ধর্ম ক্লোভিসকে "ক্যাথলিক চার্চেরে প্রথমজাত" এবং ফ্রান্সকে "ক্যাথলিক চার্চেরে জ্যেষ্ঠ কন্যা" বলে। যুক্তরাষ্ট্র পোপতন্ত্রেরে জন্য সেই একই নোংরা কাজ করবে, যা ক্লোভিস ৪৯৬ সালে শুরু করেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রেরে ক্ষমতা ব্যবহার করা হবে, যাতে "পৃথিবী এবং তাতে বসবাসকারী সকলেই সেই প্রথম পশুকে উপাসনা করে, যার মরণঘাতী ক্ষত আরোগ্য হয়েছিল।" যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহার করবে, যাতে সমগ্র বিশ্ব রবিবারকে বিশ্রামেরে দিন হিসেবে গ্রহণ করে। টাইরেরে বেশ্যা প্রথমে আসন্ন রবিবার আইনেরে সময় পৃথিবীর পশুর সঙ্গে ব্যভিচার করবে, তারপর সে বেরিয়ে গিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য সব রাজাদেরে সঙ্গেও ব্যভিচার করবে।

ত্রয়োদশ পদে, “[যুক্তরাষ্ট্র] মহান আশ্চর্য কাজ করে, এমন যে সে মানুষেরে দৃষ্টরি সামনে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আগুন নামায়।” আগুন একটি অপবিত্র বার্তাকে নির্দেশ করে। পেন্টেকস্টেরে দিনে অগ্নিশিখার জিহ্বাগুলি একটি পবিত্র বার্তাকে নির্দেশ করছেলি, যার সঙ্গে ছিল সেই বার্তাটি সমগ্র পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষমতা। যুক্তরাষ্ট্র যে আগুন স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনবে, সেটিও প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ভাষার ওপর প্রভাব ফেলবে।

চতুর্দশ পদে, যুক্তরাষ্ট্র প্রতারিত করে “পৃথিবীতে বসবাসকারীদেরে, ঐ অলৌকিক কাজগুলোর মাধ্যমে যেগুলো [United States]-এর পশুর সম্মুখে করার ক্ষমতা ছিল; এবং পৃথিবীতে বসবাসকারীদেরে বলে যে তারা যেনে সেই পশুর জন্য একটি মূর্তি তৈরি করে, যে তলোয়ারেরে আঘাতে ক্ষতপ্রাপ্ত হয়ছেলি এবং তবু বেঁচে ছিল।” বিশ্বকে প্রতারিত করতে যুক্তরাষ্ট্র যে প্রতারণা ব্যবহার করে, তা পূর্ববর্তী পদে স্বর্গ থেকে নেমে আসা অগ্নি দ্বারা প্রতীকায়িত হয়ছে। স্বর্গ থেকে আসা সেই অগ্নি অলৌকিক কাজ ঘটায়, যা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহার করে বিশ্বকে আদেশ দিতে— যাতে তারা গির্জা ও রাষ্ট্রেরে সংমিশ্রণে, সম্পর্কেরে নিয়ন্ত্রণ গির্জার হাতে রেখে, একটি একক বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

এলিয়াহ যখন উত্থাপিত হয়ছেলিনে, তখন আহাব ও ইজেবেলেরে সম্পর্ক যা প্রতিনিধিত্ব করছেলি, সেটেই এটা। কর্মেলে পর্বতে এলিয়াহর যুদ্ধটি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালেরে মধ্যে প্রথম স্বর্গদূতেরে আন্দোলনেরে সময়, যুক্তরাষ্ট্রেরে সূচনালগ্নে, পূর্ণতা লাভ করছেলি, প্রোটেস্টেন্টবাদেরে সত্য নবীকে প্রোটেস্টেন্টবাদেরে সমস্ত মিথ্যা নবীদেরে থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে।

এটরি আবারও পুনরাবৃত্তি ঘটে যুক্তরাষ্ট্রেরে শেষেপর্যায়ে, পশুর প্রতিমূর্তি গঠনেরে পরীক্ষার সময়, যা ২০০১ সালেরে ১১ সেপ্টেম্বের শুরু হয়ছেলি এবং শীঘ্র আগত রবিবারেরে আইনে শেষে হবে।

ইলিয়াহর নিখুঁত পূর্ণতা ঘটে প্রভুর মহান ও ভয়াবহ দিনেরে আগে, যা হলো শেষে সাতটি মহামারী। তাই, কার্মেলে পর্বত, ইলিয়াহ, আহাব ও ইজেবেলে যুক্তরাষ্ট্রেরে সেই কাজে প্রতিনিধিত্ব পায়, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র গ্রহ পৃথিবীকে ক্যাথলিক চার্চেরে শাসনেরে অধীনে থাকা জাতিসংঘেরে এক বিশ্ব সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য করে। যুক্তরাষ্ট্র এই কাজটি সম্পন্ন করে তার সামরিক শক্তি, তার অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং যে দূষিত সম্মোহনী যোগাযোগ সে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে—যা ‘ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব’-এর “ইনফরমেশেন সুপার হাইওয়ে” নামে পরিচিতি—তার মাধ্যমে।

পঞ্চদশ পদে আমাদেরে জানানো হয়ছে যে "পশুর মূর্তিকে প্রাণ দান করার ক্ষমতা [যুক্তরাষ্ট্র]-এর ছিল, যাতে পশুর মূর্তি কথা বলতে পারে এবং যারা পশুর মূর্তিকে উপাসনা করবে না তাদেরে সবাইকে হত্যা করা হয়।" যুক্তরাষ্ট্র, যা তখন জাতিসংঘেরে অগ্রগণ্য রাজা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছিল, তার সামরিক শক্তির দ্বারা মৃত্যুর হুমকি জাতিসংঘেরে এক বিশ্ব সরকারকে কথা বলার ক্ষমতা দেয়। কথা বলার এই কাজটি আইনসভা ও বিচারিক কর্তৃত্বেরে মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। জাতিসংঘেরে আইন প্রণয়নকারী শাখা নিউইয়র্কে এবং জাতিসংঘেরে বিচারিক শাখা নেদারল্যান্ডসেরে দ্য হেগে অবস্থিত। দ্য হেগে পুরাতন বিশ্বকে এবং নিউইয়র্ক নতুন বিশ্বকে প্রতিনিধিত্ব করে। যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যান্ডস—উভয়েরেই অতীতে এমন ইতিহাস রয়ছে যেখানে তারা স্বাধীনতা ও মুক্তির অগ্রগণ্য রক্ষক হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে উঠছেলি, কিন্তু শেষে পর্যন্ত উভয়েই তাদেরে নিজ নিজ ইতিহাসেরে সমাপ্তি ঘটায়—ড্রাগনেরে মতো কথা বলে।

> সমগ্র খ্রিস্টীয় জগতে বিশ্রাম দিবস যখন বিশেষ বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠছে, এবং রবিবারের পালন বলবৎ করতে ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ একজোট হয়েছে, তখন জনসাধারণের দাবির কাছে নতিস্বীকার করতে একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুর অবিচল অস্বীকৃতি তাদেরকে সার্বজনীন ঘৃণার পাত্রে পরিণত করবে। ... এবং শেষে চতুর্থ আজ্ঞার বিশ্রাম দিবসকে পবিত্র রাখে এমনদের বিরুদ্ধে একটি আদেশ জারি হবে, যেখানে তাদেরকে সবচেয়ে কঠোর শাস্তির উপযুক্ত বলে আখ্যা দেওয়া হবে এবং নির্দিষ্ট এক সময় পর তাদেরকে হত্যা করার জন্য জনগণকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। যারা সকল ঐশ্বরিক বিধানকে সম্মান করে, তাদের প্রতি পুরাতন জগতে রোমানবাদ এবং নতুন জগতে ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ একই রকম আচরণ করবে।
>
> ঈশ্বরের লোকেরা তখন সেই দুঃখ-ক্লেশে ও দুর্দশার দৃশ্যাবলিতে নিমজ্জিত হবে, যেগুলিকে নবী ‘যাকোবের ক্লেশের সময়’ বলে বর্ণনা করেছেন। মহাসংঘর্ষ, ৬১৫, ৬১৬।

ষোলো ও সতেরো নম্বর পদে, পশুর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং তাকে কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে—এর পর, "[United States] সকলকে—ছোট-বড়, ধনী-গরিব, স্বাধীন ও দাস—তাদের ডান হাতে বা কপালে একটি চিহ্ন গ্রহণ করতে বাধ্য করে: এবং যাতে কেউ কেনা বা বেচা করতে না পারে, শুধু যার কাছে সেই চিহ্ন আছে, অথবা পশুর নাম, অথবা তার নামের সংখ্যা আছে, সে-ই পারে।"

পশুর প্রতিমূর্তি গঠন হলো সেই পরীক্ষা, যা পশুর চিহ্নের পরীক্ষার আগের পরীক্ষা। যদি আমরা পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হই, তবে আমরা পশুর চিহ্নের পরীক্ষায় ব্যর্থ হব। এগুলো দুটি ভিন্ন পরীক্ষা, এবং এগুলো দুটি ভিন্ন ধরনের পরীক্ষা।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে পশুর মূর্তির গঠন শুরু হয়েছে, সেটাই এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সতর্কবাণী যে অনুগ্রহের সময়ের সমাপ্তি আসন্ন। এটি এলিয়ের বার্তা, যা প্রকাশ করে যে কার্মেল পর্বতের মুখোমুখি হওয়ার সময় একেবারে সামনে, এবং যে ঈশ্বরের লোকদের শেষ আহ্বানের আগে চরিত্রের তেল, পবিত্র আত্মার তেল এবং মধ্যরাত্রির চিৎকারের বার্তার তেল সুনিশ্চিত করতে হবে। তাদের জেগে উঠতে হবে, যাতে যখন এলিয় তাদের জিজ্ঞেস করেন, “তোমরা কতদিন দুই মতের মধ্যে দোদুল্যমান থাকবে?”—তখন তারা নির্বাক না থাকে; কারণ তখন নির্বাক থাকা মানেই পশুর ছাপ গ্রহণ করা। পশুর মূর্তির পরীক্ষাটি সেই কাজকে উপস্থাপন করে, যা বিচার-সমাপ্তির ঘোষণা করে যে বার্তাটি বোঝার সাথে সম্পর্কিত; যেমন মিলারীয়দের বার্তা বিচার-সূচনার কথা ঘোষণা করেছিল।

পশুর চিহ্নের পরীক্ষা কোনো বেছে নেওয়ার সুযোগ রাখে না, কারণ এতে পরীক্ষাকালের কোনো উপাদান নেই। এটি সময়ের একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত, কোনো সময়কাল নয়। এটি এক সংকট; তাই এটি এমন এক লিটমাস পরীক্ষা, যা রবিবারের আইনের সময় আহাবের দ্বারা কার্মেল পর্বতে আহ্বানকৃত ইস্রায়েলীয়দের চরিত্র চিহ্নিত করবে। তখন তারা পূর্ববর্তী সময়কালে যে চরিত্র গড়ে তুলেছে, যা ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে পশুর মূর্তির পরীক্ষা নামে পরিচিত, তা প্রকাশ করবে।

> অতএব (যেমন পবিত্র আত্মা বলেন, আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোনো, তোমরা তোমাদের হৃদয় কঠিন করো না, বিদ্রোহের সময় যেমন, মরুভূমিতে পরীক্ষার দিনে; যখন তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাকে পরীক্ষা করেছিল, আমাকে যাচাই করেছিল, এবং চল্লিশ বছর ধরে আমার কর্মসমূহ দেখেছিল। অতএব আমি সেই প্রজন্মের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম এবং বলেছিলাম, তারা সদা তাদের হৃদয়ে ভ্রান্ত হয়; এবং তারা আমার পথসমূহ জানে

না। তাই আমি আমার ক্রোধে শপথ করেছিলাম, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।) সতর্ক হও, ভাইয়েরা, যেন তোমাদের কারোর মধ্যে এমন অবিশ্বাসী, দুষ্ট হৃদয় না থাকে যা জীবন্ত ঈশ্বর থেকে সরে যায়। বরং যতদিন ‘আজ’ বলা হয়, প্রতিদিন একে অপরকে উৎসাহ দাও, যেন পাপের প্রতারণায় তোমাদের কেউ কঠিন হয়ে না যায়। কারণ আমরা খ্রিস্টের অংশীদার হয়েছি, যদি আমরা আমাদের প্রাথমিক আস্থাকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি; যেমন বলা হয়েছে, আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোনো, বিদ্রোহের সময়ের মতো তোমরা তোমাদের হৃদয় কঠিন করো না। ইব্রীয় ৩:৭–১৫।